R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
প্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৪শ বর্ষ.
১১ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১২ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৯৪ সাল
২৯শে জুলাই, ১৯৮৭ সাল।

নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০, টাকা

সার্টিফিকেট জালের অভিযুক্ত ব্যক্তি স্কুলে চাকরী করছেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাইদপুর ইউ এন জুনিয়ার হাই স্কুলের করণিক তেজেন্দ্রনাথ সরকারের বিরুদ্ধে স্থানীয় অভিভাবকদের অভিযোগ, ১৯৮৪ সালে যখন এই স্কুলে চাকরী হয় তখন তাঁর বয়স ৪৯ বৎসর। সংবাদে জানা যায় ১৯৪৭ সালে তেজেন্দ্রনাথ সরকার জঙ্গিপুর হাই স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। স্কুল রেকর্ডে তাঁর জন্ম তারিখ ১ নভেম্বর ১৯৩৫ সাল উল্লেখ আছে। ১৯৫৩, ১৯৫৪ এবং ১৯৫৫ পরপর তিন বৎসর পরীক্ষা দিয়েও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় তিনি অকৃতকার্য্য হন বলে খবর। পরবর্ত্তীকালে তাঁকে দেখা যায় চরশিরোজপুর মহেশচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয় পোঃ দয়ারামপুরে অর্গানাইজ টিচার হিসাবে কাজ করতে। সেই স্কুলে আরোও দু'জন অর্গানাইজ টিচার ছিলেন। যাঁদের নাম ১) মহঃ আহসান (প্রধান শিক্ষক), ২) আতাবুল সেখ। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক তাঁর মেমো নং ৩৬৭০ (২১৩) তারিখ ২০-১২-১৯৭১ বলে তাঁদের নিয়োগ স্থায়ী করণার্থে ইন্টারভ্যুর ডাক দেন। কিন্তু সে সময় তেজেন্দ্রনাথ সরকার স্কুল ফাইন্যাল পাশের যে সার্টিফিকেট দাখিল করেন তা বিহার বোর্ডের হওয়ায় জেলা পরিদর্শক সার্টিফিকেটটি ভেরিফাই করতে বিহারে পাঠান। বিহার বোর্ডের রিপোর্টে উক্ত সার্টিফিকেট জাল প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর চাকরী হয় না বলে জানা যায়। দীর্ঘ ৭১ থেকে ৮৪ সাল পর্য্যন্ত তেজেন্দ্রনাথের আর কোন খবর জানা যায়নি। হঠাৎ ১৯৮৪ সালে সাইদপুর ইউ এন জুনিয়ার হাই স্কুলে তিনি করণিক পদে নিযুক্তি পান। খবর জানাজানি হয়ে কানাকানি হতে হতে স্থানীয় মানুষের মনে সন্দেহ জাগে। অনুসন্ধানে সব তথ্য জানতে পেরে স্থানীয় অভিভাবকদের ৬৭ জনের সহি করা এক দরখাস্ত শিক্ষামন্ত্রী, (শেষ পৃষ্ঠায়)

তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সিটু ইউনিয়নের কর্ম্মকর্ত্তাদের বিরুদ্ধে সাসপেনসন ও চার্জশীট

নবারুণ পয়েন্ট, ২৮ জুলাই : গতকাল ফরাক্কা তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের জেনারেল ম্যানেজার কে, রাধাকৃষ্ণন প্রকল্পের সিটু ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট রতন ঝা, এ্যাসিঃ সেক্রেটারী দিলীপ মিশ্র, ইউনিট সেক্রেটারী সুব্রত দাস, এক্সিকিউটিভ বডির মেম্বার সুনীল রায়, এ্যাসিঃ ইউনিট সেক্রেটারী অনুপম রায়, এক্সিকিউটিভ বডির মেম্বার অজয় সিনহার বিরুদ্ধে সাসপেনসন এবং সিটুর জেনারেল সেক্রেটারী কানাইলাল মিশ্র, ইউনিট সেক্রেটারী মন্টু রায়, এক্সিকিউটিভ বডির মেম্বার এস এন ব্যানার্জী, পারমানেন্ট ইনভাইটি সুভাষ মুখার্জীর বিরুদ্ধে চার্জসীটের আদেশ জারী করেন।

গত ১৯ জুন এন টি পি সির সি এম ও ডঃ কল্যাণকুমার দাশগুপ্তের চেম্বারে বিনা অনুমতিতে দলবল নিয়ে প্রবেশ, তাঁর সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার ও তাঁর উপর শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগের ভিত্তিতেই এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা। ১৯ জুনের বিস্তারিত ঘটনা স্থানীয় ম্যানেজমেন্ট দিল্লী পাঠান। তার পরিপ্রেক্ষিতে দিল্লীর কর্পোরেট থেকে ঘটনার সরজমিন তদন্তে প্রতিনিধি পাঠান হয়। রাজ্য শ্রম দপ্তরের সঙ্গেও এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের জরুরী বৈঠক হয়। 'ফ্যাকটস ফাইনডিং কমিটি' বসে। সি এম ও পদত্যাগ পত্র পেশ করলেও তা গ্রহণ করা হয়নি। জেনারেল ম্যানেজারের অনুরোধে তিনি কাজ চালাচ্ছেন।

এক সাক্ষাৎকারে সিটু ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট রতন ঝা বলেন—এই ধরনের শাস্তি ম্যানেজমেন্টের সুপরিকল্পিত। সাসপেনশন ও চার্জশীটের প্রতিবাদে তাঁরা সি আই এস এফ বেষ্টিত জেনারেল ম্যানেজারের অফিস চেম্বারের সামনে ২৭ জুলাই বিকেল থেকেই অবস্থান শুরু করেন। ঐ দিন দুপুরে তাঁদের বিরুদ্ধে নোটিশ জারী করা হয়। সিটু ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী কানাইলাল মিশ্র ক্ষোভের সঙ্গে জানান—'বিনে স্বাক্ষর করা'—সি এম ও-র সব বানানো কথা। ডাঃ দাশগুপ্ত (শেষ পৃষ্ঠায়)

জেলার প্রাথমিক শিক্ষকরা নির্ভয় হোন

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ সূত্রে জানা যায়, প্রাইমারী শিক্ষকদের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা কখনই অন্য কোন খাতে খরচ করা হয়নি। বর্ত্তমান বছরে ঐ ফাণ্ডে প্রায় ২৯,৭৬,৮২৯ টাকা আদায় হয় ও সমুদয় অর্থ ট্রেজারীতে জমা পড়ে। এ পর্য্যন্ত মোট ৬,০০,৭২,৩৯৮.২৩ পঃ প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে জমা আছে। আরও প্রকাশ, শিক্ষকদের পেনসনের ব্যাপারে পেনসন নীতি চালু হবার পর ১২৮ জন প্রাক্তন শিক্ষক পেনসন পেয়েছেন এবং ৩০০ জন শিক্ষকের পেনসনের কাগজপত্র তৈরী হচ্ছে।

ছেলে ধরার গুজবে বিশৃঙ্খলা

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমায় সম্প্রতি ছেলে ধরার গুজব ছড়িয়ে পড়ায় জনজীবনে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। অভিভাবকরা ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছেন। কয়েকদিন পূর্বে রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের একটি ছাত্রের বিবৃতিতে জানা যায় তাকে ছেলে ধরায় ধরে নিয়ে যায়। সে পরে আজিমগঞ্জ থেকে কোন রকমে ফিরে আসে। তদন্তে জানা যায়, ছেলেটির কথা সত্য নয়। পরীক্ষায় খারাপ ফল হওয়ায় সে পালাতে চেষ্টা করে ও পরে ভয় পেয়ে ফিরে এসে ঐ গল্প বানায়। গত ২২ জুলাই আলের উপরে এক বৃদ্ধা ভিখারীকে ছেলেধরা সন্দেহে মারপিট করে থানায় আনা হয়। পরে পুলিশ তাকে ছেড়ে দেয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আতঙ্কিত জনগণ অপরিচিত মলিন বেশভূষা পরিহিত লোক দেখলেই সন্দেহের বশে ছেলেধরা বলে মারপিট করছে। পুলিশ আরো জানায়, ছেলে হারানোর কোন রিপোর্টও তাদের কাছে নেই। ওগুলি নেহাতই গুজব। জেলার অন্যান্য মহকুমায়ও ছেলেধরা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে বলে বিভিন্ন সংবাদে জানা যায়।

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
(ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই শ্রাবণ, বুধবার ১৩৯৪ সাল।

পুরসভায়

জঙ্গিপুর পুরসভায় পুরপতির পদ লইয়া যে নাটক জমিয়া উঠিয়াছে তাহাতে কুশীলব জনপ্রতিনিধিদের সুবিধাবাদী চেহারাটি নগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। কোন দলই এখন কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। পুরবোর্ডে বোর্ড গঠনের সময় হইতেই যাঁহারা বামপন্থী বলিয়া একত্রে জোট বাঁধিয়াছিলেন, সেখানেও পারস্পরিক বিশ্বাসে ফাটল ধরিয়াছে। তাঁহারা কে বাম, কে অবাম বুঝা যাইতেছে না। নির্বাচন শেষে দলগত রূপ ছিল বামজোট ৭, কংগ্রেস ৭ ও নির্দল ১। নির্দলকে লইয়া সে সময় উভয়পক্ষের টাগ অফ ওয়ার পুরবাসীগণের দর্শনীয় বস্তু হইয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত জয় হয় কংগ্রেস (ই) এর। নির্দল পরমেশ পাণ্ডে তাঁহাদের দলে যোগ দিয়া পুরপতি নির্বাচিত হন।

কিন্তু স্বার্থের ও লোলুপতার বাঁধন যে কোনদিনই শক্ত হয় না তাহা বুঝা গেল কিছুদিন যাইতে না যাইতে। বিরোধ দেখা দিল একই পক্ষের দুই প্রভাবশালীর মধ্যে। অগত্যা পুরপতি পরমেশ পাণ্ডে পদত্যাগ করিবেন শুনা গেল। গত ৭ জুলাই পদত্যাগ নাটকের যবনিকা পড়িল। শ্রীপাণ্ডের পদত্যাগ পত্র গৃহীতও হইল। পুরবাসীগণ ভাবিলেন যাহা হউক এইবার নূতন ও সাচ্চা বোর্ড গঠিত হইবে।

কিন্তু গত ১৫ জুলাই পুরপতি নির্বাচনের সভায় পরমেশ পাণ্ডে দাবী করিলেন যে, তিনি পদত্যাগ করেন নাই; এই ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাহাতে সভার বাইরে দণ্ডায়মান হাজার খানেক পুরবাসী বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন যে, হয় পুরপতির কথা সত্য নহে, না হয় অন্যান্য পুর প্রতিনিধিরা পতিনিধনের ষড়যন্ত্রে অংশীদার।

যাঁহারা জন প্রতিনিধি, জনতা যাঁহাদের হস্তে নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভার তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন, তাঁহারা সামান্য পদকে কেন্দ্র করিয়া মিথ্যার বেসাতি করিবেন ইহা ভাবিতেও কষ্ট হয়। শুধু তাহাই নয় নাটকের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ঘটিল আরও এক অদ্ভুত ঘটনা। নির্বাচনী সভা তখন। বামদল অবস্থা দেখিয়া সভা ত্যাগ করিয়া বাহিরে। তাঁহাদের দাবী শ্রীপাণ্ডের চ্যালেঞ্জের ফয়সালা করিয়া তবে নির্বাচনের কথা চলিতে পারে। কিন্তু কংগ্রেস (ই) তাহা মানিলেন না। পুরপতির লিখিত পদত্যাগ পত্র দাখিল হইল না, কিন্তু তাঁহারা সি পি আই সদস্য দিলীপ সাহাকে নিজ দলে আনিয়া সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে পুরপতি ঘোষণা করিলেন। দিলীপ সাহা চেয়ারে বসিলেন। সংবাদ পাইয়া শ্রীপাণ্ডে আসিয়া তাঁহাকে চেয়ার হইতে উঠাইতে না পারিয়া তাঁহাকে আড়াল করিয়া টেবিলে বসিয়া ঘোষণা করিলেন যে তিনি পুরপতি, এবং তাহাই থাকিবেন। একজন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন না, অন্যজন টেবিলে বসিয়াই কাজ চালাইলেন। সকলেই ইহা বুঝতে পারিতেছেন যে চেয়ারম্যান পদের লোভে কেহ দখলত্যাগ করেন, কেহ দখল ছাড়েন না। এই আয়ারাম গয়ারাম প্রতিনিধিদের আচরণে পুরপতির পদ বারবার বদলাইয়াছে। আজ একজন কাল অন্যজন চেয়ারে বসিতেছেন। তথাপি ইহারাই বারবার প্রতিনিধি হন। এই একই খেলা চলে। উপস্থিত দিলীপ বাবুই নাকি চেয়ারম্যান থাকিবেন। প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এইসব আয়ারাম গয়ারামদের কার্যকলাপ দেখিয়া যদি পারেন, পুরসভা অধিগ্রহণ করুন। আমরা জনপ্রতিনিধিদের কার্যকলাপ অনেক দেখিলাম। জঙ্গিপুর পুরসভার সুষ্ঠু কাজকর্মের জন্য একজন দক্ষ প্রশাসক প্রয়োজন।

জীবন মরণের সীমানা ছাড়িয়ে

মানিক চট্টোপাধ্যায়

গানের কথায় মনে পড়ছে এক শিল্পীর কথা। গান তাঁর কাছে সংগ্রামের হাতিয়ার, সুর তাঁর কাছে পূজারতি। জীবনের এক মেরুতে তিনি সুস্থ সংস্কৃতির জন্য আপোষহীন সংগ্রামী। বামপন্থী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নিজের ব্যক্তিত্ব সক্রিয়তার দ্যুতিকে করেছিলেন বিচ্ছুরণ। অন্য মেরুতে তিনি এক তন্ময় সার্থক রবীন্দ্র-সঙ্গীত সাধক।

গানের মধ্যে রোম্যান্টিকতা-নাটকীয়তা তাঁকে সর্বস্তরের শ্রোতাদের নিকট করেছিল জনপ্রিয়। প্রেম-পর্যায়ের গানে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। সুদর্শন অকৃতদার শিল্পীর হে নবীনা, প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন, বিধি ডাগর আঁখি, আজি বিজন ঘরে, মোর জীবন পাত্র উচ্ছলিয়া, সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি—এই ধরনের অজস্র রবীন্দ্র-সঙ্গীত। সঙ্গীত প্রেমিকদের কাছে পরম ধন।

মানুষের প্রতি ভালোবাসা শিল্পীর জীবনদর্শনের এক দুর্লভ সম্পদ। সঙ্গীতকে ভালোবেসে ছিলেন শৈশব থেকে। মার্গ সঙ্গীতের পাঠ নিয়ে তাঁর সঙ্গীত জীবন শুরু।

বামপন্থী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই প্রয়াত শিল্পী একজন সার্থক রেড-সৈনিক। সারা পশ্চিমবঙ্গ যখন অপসংস্কৃতির বন্যায় প্লাবিত, জরুরী অবস্থা যখন সুস্থ সংস্কৃতি ও শিল্পীদের কণ্ঠ রুদ্ধ করেছে তখন এই শিল্পী অকুতোভয়ে সুস্থ সংস্কৃতির আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। শাসক শ্রেণীর রক্ত চক্ষুকে করেছেন উপেক্ষা। শোষণ, অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন লড়াই চালিয়ে গেছেন।

গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের অন্যতম পুরোধা প্রয়াত শিল্পী চিন্ময় মধুময় পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে আজ গানের সুরের ভেলায় ভেসে ধরতে চলেছেন অধরার মাধুরীকে। সুস্থ সংস্কৃতির সপক্ষে সংগ্রাম করার জন্য রেখে গেলেন তাঁর অসংখ্য অনুরাগী সংস্কৃতি প্রেমী সেনানীদের।

গণতান্ত্রিক মহিলা সম্মেলন

রঘুনাথগঞ্জ: গত ২৫ জুলাই স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয় গৃহে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির কনভেনশন হয়। শহর ও গ্রামের মহিলাদের আত্মসচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যে এই সম্মেলনে বিভিন্ন আলোচনা হয়। রঘুনাথগঞ্জ থানার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মহিলা এতে যোগ দেন। অনুষ্ঠানের মূল বক্তা ছিলেন সি পি এম এর জেলা নেত্রী শ্বেতা চন্দ্র। অন্যান্যদের মধ্যে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য ও অধ্যাপক কাশীনাথ ভকত মনোগ্রাহী ভাষণ দেন। প্রত্যেক বক্তাই বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে মহিলাদেরকেও রুখে দাঁড়াতে আবেদন জানান।

লাক্সারী কোচ উল্টিয়ে ১ জনের মৃত্যু

সাগরদীঘি সম্প্রতি ভোরে অনুপপুরের কাছে শিলিগুড়িগামী একটি ভিডিও লক্সারী কোচ দুর্ঘটনায় পড়ে। বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টিয়ে যায়। একজন বাসযাত্রী ঘটনাস্থলেই মারা যান। অন্য কয়েকজনকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ হরিদাসনগর পল্লীতে জঙ্গিপুর সিভিল কোর্ট ও পি ডব্লিউ ডি অফিসের পার্শ্বে ভদ্র পল্লীতে বাসোপযোগী জায়গা প্লট করে বিভিন্ন দামে বিক্রী হচ্ছে। যোগাযোগের ঠিকানা—

স্বর্ণদ্যুতি নাথ
হরিদাসনগর
পো: রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

আবোল তাবোল

কহানী কুর্সিকা

সংবাদে প্রকাশ জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে দুইজন টাউনম্যান্য জনসেবক চেয়ারম্যানের কুর্সিটি যুগপৎ কব্জা করিয়া তুমুল হাল্লা তুলিয়া দিয়াছেন। কেহ হাহুতাশ করিতেছেন, কেহ বা মজা দেখিতেছেন। কেহ বা বলিতেছেন, দেশে আইন-কানুন কিছু নাই। কাহারও মতে—পদলোভের এমন নির্লজ্জ নমুনা কদাচিৎ মিলে। কিন্তু এই বুরবাকের ধারণা, পাবলিক অকারণে আতংকিত হইতেছে। শতবর্ষের পুরানো একটি ঐতিহ্যময় পৌর প্রতিষ্ঠানে যদি গণ্ডাখানেক চেয়ারম্যানই না থাকিল তবে তাহার ইজ্জৎ কোথায়। একআধটা চেয়ারম্যান তো সর্বত্রই থাকেন। মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত বিশাল জনসেবার দায়িত্ব যদি দুইজন (বা প্রয়োজনে চারজনে) ভাগাভাগি করিয়া লন, তাহা হইলে তো সর্বকার্য্য তুরন্ত সম্পন্ন হইবে বলিয়াই আশা। এক চেয়ারম্যানেই কি কম কাজ হইয়াছে? ডবল্ চেয়ারম্যানে উন্নয়ন নিশ্চয় দুনো হইবে। এতো দেশের পক্ষে বড়ই সুদিন। পূর্ব সকলে নিজকে লইয়াই ব্যস্ত থাকিত। ইদানি দেশসেবার একটা হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। জনসেবার জন্য সকলেরই প্রাণ আইঢাই করিতেছে। সেবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ সুযোগের আশায় লম্বা লাইন পড়িয়া গিয়াছে। পঞ্চায়েত এবং পৌর নির্বাচনে ব্যালটপত্র বিবাহের ফর্দের অধিক লম্বা হইয়া যাইতেছে, কপিবৎ এদল ওদলে লাফালাফি চলিতেছে। এ বলিতেছে, আমি সেবা করিব, সে বলিতেছে—আমি! আর চেয়ারম্যান, প্রধান ইত্যাদি পদের জন্য মান্যবরেরা লাঠিসোঁটা লইয়া কাপাইয়া পড়িতেছেন, চেয়ার না পাইলে বক্ষ দিয়া টেবিলে চড়িয়া বলিতেছেন, প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত।

আহা, দেশের জন্য ইহার অধিক সুলক্ষণ আর কি হইতে পারে? আশা থাক, অনতিবিলম্বে জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে আর একজন ভাইস-চেয়ারম্যানের চেয়ার দখল লইয়া চারজনে হৈচৈ শব্দে কর্মের বন্যায় টাউনের এপার ওপার ভাসাইয়া দিবেন।

রতন দাস

শিক্ষক সমিতির নির্বাচন

বহরমপুর: পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার কর্মকর্তা নির্বাচন গত ১৯ জুলাই এখানে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। সর্বসম্মতিক্রমে অরুণকুমার দাস পুরায় সভাপতি ও মোঃ জালালউদ্দীন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া সমিতির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আরো ১০ জন পদাধিকারীকে নিয়ে ৩৭ জনের একটি কার্য্যকরী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

অরণ্য সপ্তাহ

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১৫ থেকে ২১ জুলাই জঙ্গিপুর বন দপ্তরের উদ্যোগে অরণ্য সপ্তাহ পালন করা হয়। ১৫ জুলাই এস, ডি, ও কোর্ট প্রাঙ্গণে মহকুমা শাসক শ্রীমতী টেমপো চারাগাছ রোপণ করে সপ্তাহের কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন। রঘুনাথগঞ্জ মুখ্য ডাকঘর, জেলখানা ও হাসপাতাল প্রাঙ্গণেও বৃক্ষরোপণ করা হয়। ১৯ জুলাই এক শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। ২০ জুলাই স্থানীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে উৎসবের অঙ্গ হিসাবে অঙ্কন ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অঙ্কনের বিষয় ছিল "প্রাকৃতিক দৃশ্য" ও প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল "ভারতে বনসৃজনের প্রয়োজনীয়তা"। বিকেলে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। ২১ জুলাই বন দপ্তর এক আলোচনা সভার আয়োজন করেন। সভায় উপস্থিত শিক্ষক শিক্ষিকা, সরকারী কর্মচারী এবং জনসাধারণ অরণ্য সপ্তাহ পালনের সম্বন্ধে মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন। প্রতিযোগিতায় কৃতী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র দেন সভাপতি শ্রীমতী টেমপো। সপ্তাহের প্রতিদিন বিভিন্ন শ্রেণীর গাছের চারা জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা হয়। (তথ্য দপ্তর)

জলাভূমির সদ্ব্যবহারে আলোচনা সভা

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১৭ জুলাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে ও রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির ব্যবস্থাপনায় জামুয়ার গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস প্রাঙ্গণে জলাভূমির সদ্ব্যবহার সংক্রান্ত এক আলোচনা সভা হয়। সভায় রঘুনাথগঞ্জ ১নং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, জামুয়ার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, মুর্শিদাবাদ জেলা মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক, বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্পাধিকারিক, ন্যূনতম মজুরী পরিদর্শক, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যগণ এবং স্থানীয় বহু মৎস্য চাষী যোগ দেন। সভায় কিভাবে জলাভূমিগুলির সদ্ব্যবহার করা যায় সে সম্বন্ধে আলোচনা হয়। (তথ্য দপ্তর)

আগামী ২২শে শ্রাবণ (ইং ৮ই আগষ্ট) শনিবার রঘুনাথগঞ্জে লক্ষ্মীজনার্দন দেব বাড়ীতে রাত্রি ২ ঘটিকায় ঝুলন পূর্ণিমার তিথিতে শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবের ১০৭তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইবে। ভক্তমণ্ডলীকে ও গুরু ভাইবোনদের উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আহ্বান জানান হইতেছে।

আহ্বায়ক
ভবানীপ্রসাদ মণ্ডল, জঙ্গিপুর

গ্রাম্য দলাদলিতে খুন

ফরাক্কা ঃ গত ৮ জুলাই বেলা ১০টা নাগাদ কেন্দুয়া গ্রামের রিয়াজুদ্দিন সেখ আততায়ীর হাতে খুন হন। খবরে প্রকাশ, ঐ দিন রিয়াজুদ্দিন তাঁর পাঁচ বছরের একটি ছেলেকে নিয়ে এই থানার বিহার সীমান্তের বরমঘাট গ্রামে এক বিয়েতে যাচ্ছিলেন। পথের মাঝে এক সাঁওতাল পল্লীর কাছে তের জনের এক আততায়ী দলের হাতে তিনি নৃশংসভাবে খুন হন। গ্রামবাসীরা আততায়ীদের বাধা দিতে গেলে তারা বোমা ফাটায়। বোমার ঘায়ে আহত পাঁচজনকে গুরুতর অবস্থায় মালদা হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে একজন মারা যান। পুলিশ ঘটনার পরদিন একজন আততায়ীকে গ্রেপ্তার করে। বাকীরা গা ঢাকা দেয়। পরে গত ১৯ জুলাই ঐ খুনের হোতা এরসাদ সেখ সহ এগারজন ধরা পড়ে। গ্রাম্য দলাদলিই এই খুনের কারণ বলে পুলিশ জানায়।

প্রধান নিরুদ্দেশ

জঙ্গিপুর ঃ রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের তেবরী-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসটি সম্প্রতি বেশ কয়েক দিন তালা বন্ধ থাকে। ফলে পঞ্চায়েতে নিযুক্ত জব এ্যাসিষ্ট্যান্ট, সেক্রেটারী, চৌকিদার কাজ করতে পারেননি। লোকজনও কাজে এসে ঘুরে যান। কয়েকদিন পর অফিসের তালা ভেঙ্গে কাজকর্ম চালু করা হয়। অনুসন্ধানে জানা যায়, প্রধান জয়কুমার জৈন অফিসের চাবি নিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার ফলে এই হাল হয়। অঞ্চলের মানুষ এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ।

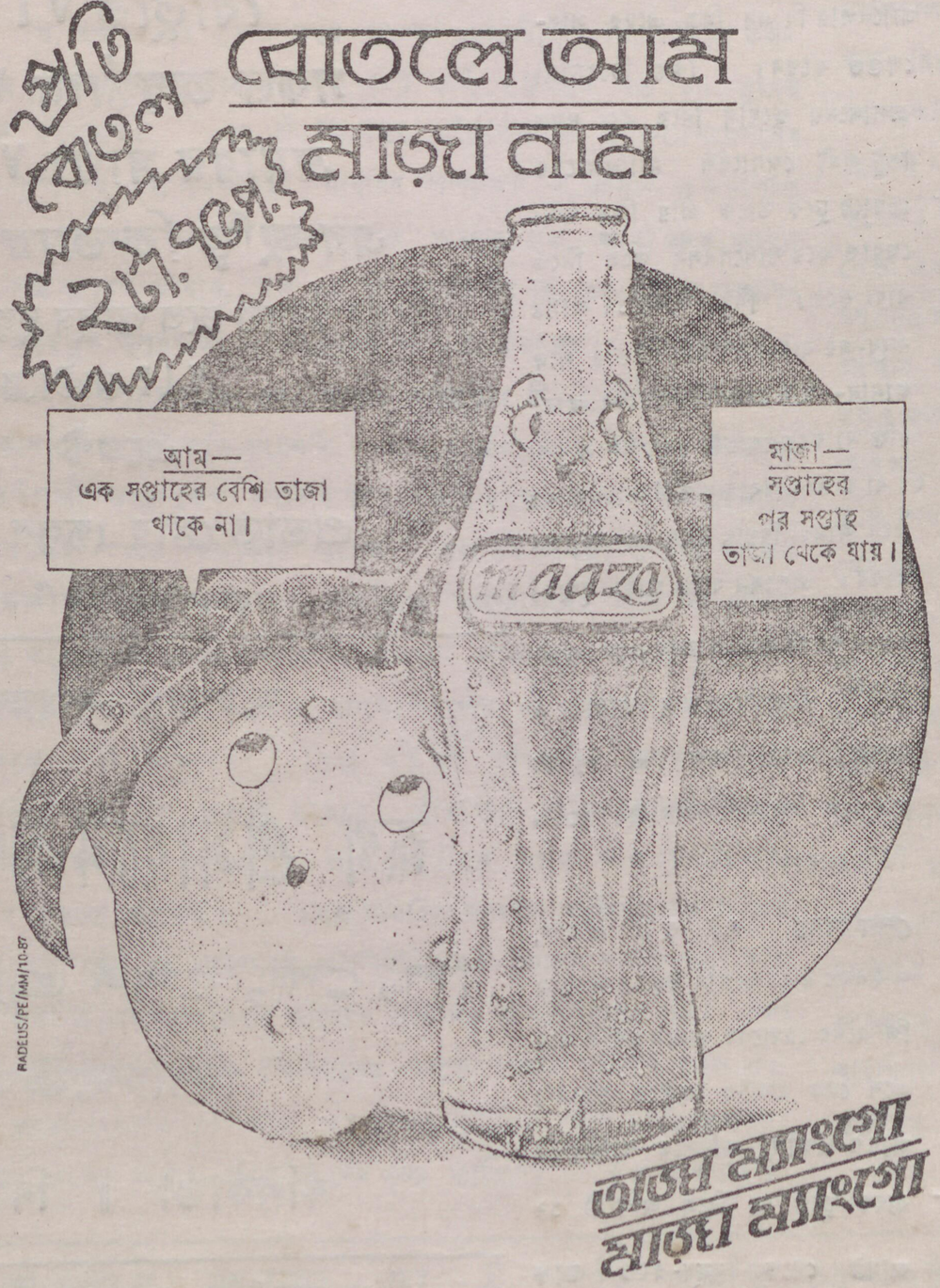

চাকরী করছেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ডি, আই, অব স্কুলস্, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতিকে পাঠানো হয়েছে বলে জানা যায়। তাঁদের অভিযোগ সঠিক তদন্ত হলে অনেক রহস্যই উদ্ঘাটিত হবে এবং জানতে পারা যাবে কাদের সহায়তায় জাল সার্টিফিকেট দাখিল করে তেজেন্দ্রনাথের ৪৯ বৎসর বয়সে জুনিয়ার হাই স্কুলে চাকরী হলো। অভিভাবকরা সন্দেহ করছেন, এবারের নিয়োগে নিশ্চয়ই বয়স কমাতে তাঁকে আরো এক জাল জন্ম তারিখের নবুদ দাখিল করতে হয়েছে।

সাসপেনসন ও চার্জশীট

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আমাদের ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ দিল্লী হেড অফিসে পাঠিয়েছেন খবর পাই। এ ঘটনা কতদূর সত্য তা জানার জন্যই আমরা গত ১৯ জুন তাঁর অফিসে যাই। কিন্তু উনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে চান না। আমরা তাঁর চেম্বারে প্রবেশ করলে আমাদের উদ্দেশ্যে উনি অশালীন মন্তব্য করেন। সি এম ও আপনাদের ইউনিয়নের উপর বিরূপ কেন প্রশ্ন করলে কানাইবাবু বলেন—উনি এক্সিকিউটিভ এসোসিয়েশনের হয়ে দালালি করছেন। দিল্লীর উচ্চ পদস্থ অফিসারদের কাছে আমাদের ইউনিয়নের ভাবমূর্তি নষ্ট করে বিদ্যুৎ প্রকল্পের ব্যর্থতার জন্য আমরা (সিটু) দায়ী প্রমাণ করতে চাইছেন। তিনি বলেন—আজ কয়লার অভাবে ইউনিট বন্ধ থাকছে, বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, বড় বড় কন্ট্রাকটররা নির্দিষ্ট সময় মতো কাজ গুঠাতে পারছেন না এর জন্য কি আমরা দায়ী? অফিসারদের বেপরোয়া গাড়ি ব্যবহারের সমালোচনা করেছি বলে আজ আমরা তাদের কাছে খারাপ। শ্রীমিশ্র আরোও জানান—নোটিশ পাওয়ার পর আমরা জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করলে উনি জানান—এ ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী দিল্লি ম্যানেজমেন্ট এই ব্যবস্থা নিয়েছেন। আই এন টি ইউ সি শ্রমিক ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারী অম্লান পাণ্ডেকে সিটু ইউনিয়নের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী নিয়ে প্রশ্ন করলে উনি জানান—সিটুর কর্মীদের উপর সি এম ওর হামলার কথা ওরা আমাদের জানালে আমরা এর নিন্দা করেছি, ডাক্তারদের কর্মবিরতির প্রতিবাদ জানিয়েছি এবং এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবী করেছি। সিটুর কর্মীদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ও সিটুর ডাকা বন্ধ এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে শ্রীপাণ্ডে এখনই এ ব্যাপারে কোন মতামত দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব না বলে জানান। এক্সিকিউটিভ এসোসিয়েশনের জনৈক সদস্য জোরের সঙ্গে বলেন—কোন ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে আমাদের বিরোধ বা রেষারেষি নাই। তবে চীফ মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ কে, কে, দাশগুপ্তের উপর সিটুর শারীরিক অত্যাচারের আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছি। এন টি পি সির চেয়ারম্যান কাম ডিরেক্টর এবং জেনারেল ম্যানেজারের কাছে আমাদের সর্বপ্রথম দাবী ছিল অপরাধীদের সাসপেণ্ড করে পরে তদন্ত করতে। কিন্তু ম্যানেজমেণ্ট আমাদের সে দাবী মানেননি। তাঁরা তদন্ত কমিটি বসিয়ে তারপর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি বলেন—এভাবে ঢিলেঢালা প্রশাসন কোন মতেই চলতে পারে না। সি এম ও যদি বিলে সই করতে অজুহাত দেখান তবে তাঁর বিরুদ্ধে আইনমাফিক ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ ছিল। ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের নিজেদের হাতে আইন তুলে নেওয়াটা নিশ্চয় শোভন হয়নি। তিনি উত্তেজিত হয়ে বলেন—এ ঘটনা প্রথম নয়। গত বৎসর 'মে দিবস' এর একটা সামান্য ঘটনা নিয়ে চিফ পার্সোনেল ম্যানেজার এন সি দাসের চেম্বারে ঢুকে তাঁকে পা তুলে জুতো দেখান সিটুর নেতৃস্থানীয় দিলীপ মিশ্র, দেবাশীষ ব্যানার্জীরা। জেনারেল ম্যানেজার বি এন মিত্র এদের সাসপেণ্ডও করেন। কিন্তু ঢিলেঢালা প্রশাসনের সুযোগ নিয়ে এক দঙ্গল সিটু কর্মী জেনারেল ম্যানেজারের চেম্বারে ঢুকে তাঁকে প্রায় তিন ঘণ্টা ঘেরাও করে সাসপেনসন তুলে নিতে বাধ্য করে। সিটুর ডাকা ১২ আগষ্ট বন্ধ-এর ব্যাপারে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে জানান—যদি কোন রকম জোরজবরদস্তি না করে স্বেচ্ছায় বন্ধ পালন করা হয় বা রাস্তায় অবরোধ সৃষ্টি না করা হয় তবে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন অব্যাহত রাখব। প্রশাসন যাতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সজাগ থাকেন তার জন্য এক্সিকিউটিভ এসোসিয়েশন মুর্শিদাবাদ ও মালদার জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারকে অনুরোধ জানাবেন বলেও তিনি জানান।

শেষ খবর : সিটু সূত্র প্রকাশ, আইনতঃ বাধা থাকায় তাঁদের অবস্থান জি এমের চেম্বারের সামনে থেকে সরে এসে মেন গেটের বাইরে চলছে। আরও প্রকাশ, অবিলম্বে শান্তিমূলক ব্যবস্থা তুলে না নিলে আগামী ১২ আগষ্ট থেকে বন্ধ-এরও ডাক দিয়েছেন।

সকলের প্রশংসিত

এল এণ্ড টি, মোদি, এ সি সি এবং দুর্গাপুর সিমেণ্ট নির্ভয়ে ব্যবহার করুন।

এদের উচ্চ শক্তি, সুনিশ্চিত মূল্য ও অপরিবর্তিত উৎকর্ষতা আপনাকে নিশ্চিত করবে।

তাই নানা প্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে সরাসরি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার ঃ

ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং

প্রোঃ রতনলাল জৈন

পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ) ॥ ফোন ঃ জঙ্গিঃ ২৫

ব্রাঞ্চ ঃ ফুলতলা, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ফোন ঃ রঘুঃ ১৬৬

বিয়ের মরশুমে প্রিয়জনকে শ্রেষ্ঠ উপহার একটি ষ্টীল আলমারী দেওয়ার কথা নিশ্চয়ই ভাবছেন। আসুন, "সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউসে" আপনার পছন্দমত জিনিষটি দেখে নিন। প্রতিটি জিনিষেই পাবেন বিক্রয়োত্তর সেবা।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!

সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেণ্ট

প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)

রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং

লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত